13

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 FEB 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ দেশে এই প্রথম একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যত সাফল্যের মুখ দেখেছে। সদ্যসমাপ্ত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক ১৯৯০-৯৫ পরিকল্পনার প্রায় সব ক'টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। বন্যা ও খরার কারণে শুধুমাত্র কৃষি খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, এর আগে আরও তিনটি পঞ্চবার্ষিক ও একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলেও কোনটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

স্বাধীনতার পর থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা জাতীয় অর্থনীতিকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিচ্ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে সংশোধিত আকারে বাস্তবায়িত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য অর্থনীতিকে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভাল অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

স্বৈরাচারী শাসনামলের শেষ পর্যায়ে প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রায় সব লক্ষ্যমাত্রাই অর্জিত হয়েছে। পরিকল্পনাটি প্রকাশের সময় দেশের প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও রাজনীতিবিদরা অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলেন, এটা অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা কোন ভাবেই অর্জন করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা মেয়াদের শুরুর বছরই তীব্র গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসামঞ্জস্যগুলো দূর ও সময়োপযোগী করে বাস্তবায়ন শুরু করে। এ সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড়

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়। ফলে মূল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার পুরোটাই বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শতকরা ৫ ভাগ হারে দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। '৯৫ সালে সমাপ্ত অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.১ ভাগ অর্জিত হয়, যা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার থেকে ০১ ভাগ বেশি। চলতি বছরের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬ ভাগ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অতীতের প্রায় সবগুলো পরিকল্পনায় শতকরা ৪ থেকে ৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও কখনও শতকরা ৩ ভাগের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্পখাতে শতকরা ৮ ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ বছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হয় শতকরা ১০ ভাগ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১১ ভাগ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরেই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় শতকরা ১৫ ভাগ।

যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪-এর বিপরীতে ৬ ভাগ, ব্যবসায় ও অন্যান্য সেবাখাতে ৫ ভাগের বিপরীতে ৬ ভাগ, পাবলিক সার্ভিস খাতে ৩.৯ ভাগের বিপরীতে শতকরা ৯ ভাগে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩.৬ ভাগ। গর্ত দু'বছর ঘন ঘন বন্যা ও খরাজনিতে কারণে শস্য খাতে উৎপাদন হ্রাস পায়। তথাপি কৃষির অ-শস্য খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশী হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষিখাতে গত অর্থবছরে ০.২ ভাগ, আগের অর্থবছরে ১ দশমিক ৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান শতকরা ৩৩ ভাগ। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৩৫.৮২ ভাগ। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রত্যাশাতীতভাবে কমে শতকরা ৩৩ ভাগে নেমে আসে। শিল্প, ব্যবসা ও সেবা খাতে অবদান বৃদ্ধি পায়।